মহেশপুর সীমান্তে স্বর্ণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু’জনকে গুলি করে হত্যা,আহত ১

স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে শামীম মন্ডল (৩৫) ও মন্টু মন্ডল (৪৭) নামের দু’জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসময় নিহত শামীমের বাবাও সামছুল মন্ডল (৬৫) গুলিতে আহত হয়। তাকে আহত অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার বিকাল ৪টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী বাঘাডাঙ্গা গ্রামে। তবে ঘাতক তরিকুল ইসলাম ওরফে আকালেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা দিয়ে র্দীঘ দিন ধরে শামীম,মন্টু,তরিকুলসহ ৫/৬ জন স্বর্ণের চারাচালান ব্যবসা করে আসছিলো। আর স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

নিহত শামীমের চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান জানান, তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনে আজ বুধবার বিকালে ঘাতক বাঘাডাঙ্গা গ্রামের পনিআটি পাড়ার টেনা মন্ডলের ছেলের তরিকুল ওরফে আকালের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় বাঘাডাঙ্গা গ্রামের সামসুল মন্ডলের ছেলে শামীম ও একই গ্রামের মন্টু। তখন তরিকুল, শামীম ও মন্টু মধ্যে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে তরিকুল ওরফে আকালের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে শামীম ও মন্টুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ২টি গুলির খোশা ও তীরধনুক উদ্ধার করেছে।

নেপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুল আলম মৃধা জানান, তাদের মধ্যে চোরাচালানের টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনেই এই হত্যা কান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নিহতদের লাশ ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, আসামী ধরতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সাবেক সেনা সদস্যকে গুলি করে হত্যা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শুড়া গ্রামে শামিম হোসেন মিয়া
(৫০) নামে সাবেক সেনা সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তেরা এই হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছে। নিহত শামীম একই গ্রামের গোলাম রসুল লান্টুর ছেলে। তিনি একজন সাবেক সেনা সদস্য ও উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, রাত সাড়ে ৮ টার দিকে এশার নামাজের পর তার বাড়ির সামনে একটি সাঁকোর কাছে দাড়িয়ে ছিলেন। এসময় কিছু অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা তাকে ফোন করে খালের ওপারে নিয়ে গিয়ে বুকে গুলি করে ফেলে রেখে যায়। এ অবস্থায় স্বজনরা পুলিশে খবর দিয়ে তাকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের নিয়ে গেলে কর্বত্যরত চিকিৎসক ডাঃ আল আমিন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ জামিনুর রশিদ তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জামিনুর রশীদ জানান, শামিম ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিলেন। হাসপাতালে মৃত অবস্থায় তাকে আনা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করতে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমানকে বার বার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইমরান জাকারিয়া জানান, একজনকে গুলি করে হত্যার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছি। সেখানে পৌছে বিস্তারিত জনাতে পারবো।